দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 14 OCT 2002
পৃষ্ঠা: ১৫ কলাম: ৩

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শিক্ষা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ভূমিকা রাখবে

মোঃ জাকির হোসেন ।। এককালের শস্যভাণ্ডার বলে খ্যাত দক্ষিণাঞ্চলের নদীমাতৃক জেলা পটুয়াখালীর ঐতিহ্যবাহী কৃষি কলেজটি বর্তমানে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়ে দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে এগিয়ে চলছে। ১৯৭৯ সালে বেসরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত কৃষি কলেজটি ১৯৮৫ সালে সরকারীভাবে স্বীকৃতি নিয়ে দেশের কৃষি শিক্ষায় বিরাট ভূমিকা রেখে আসছে। ৭২ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানটিকে ২০০০ সালের ৮ জুলাই তৎকালীন সরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে ঘোষণা করে। কিন্তু ওই ঘোষণা ছিল নামমাত্র এবং রাজনৈতিক। ওই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন পিডি ১৯৯৯-২০০০ এবং ২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষে ১২৫ জন করে মোট ২৫০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে। কিন্তু সরকারীভাবে কোন প্রজ্ঞাপন জারি না হওয়ায় ওই ২৫০ জন ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবনে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) আলতাফ হোসেন চৌধুরীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০০২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী বর্তমান সরকারের এক প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। ২৭ ফেব্রুয়ারী নিয়োগ দেওয়া হয় ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে প্রফেসর ড. এ কে এম আবদুল হান্নান ভুঁইয়াকে। নবনিযুক্ত ভিসি দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের ঝিমিয়ে পড়া শিক্ষাঙ্গনে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসে। যার বাস্তব প্রমাণ হিসাবে দেখা যায়, প্রথম ব্যাচের ভর্তিকৃত ছাত্রদের পরীক্ষা গত ৭ এপ্রিল শুরু হয়। বর্তমানে তারা তৃতীয় সেমিস্টারে ক্লাস করছে। একই সেশনে হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা অদ্যাবধি শেষ হয়নি। এ ছাড়াও এ বিশ্ববিদালয়ে দ্বিতীয় ব্যাচে ভর্তিকৃতদের চূড়ান্ত পরীক্ষা শেষ পর্যায়ে।

পটুয়াখালী ঃ পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি প্রফেসর ডঃ এ কে এম আবদুল হান্নান ভুঁইয়া

বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে শুধু কৃষি অনুষদের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়টিকে যুগোপযোগী করার উদ্দেশে নবনিযুক্ত ভিসি নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ প্রতিনিধির সাথে কথা বলার সময় তিনি বলেন, ভবিষ্যতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আরো ৪টি অনুষদকে আওতাভুক্ত করার জন্য কার্যক্রম শুরু করেছেন। বিষয়গুলো হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স, বিবিএ, এমবিএ, মেরিন ফিসারিজ ও ইনল্যান্ড ফিশারিজ এবং ভেটেরিনারী সায়েন্স। এর মধ্যে ২০০৩ সালে কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ চালু করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তিনি জানান, ৫০টি কম্পিউটারের জন্য বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা হয়েছে। পাওয়া গেলেই এ অনুষদটি চালু করা হবে। বিবিএ ও এমবিএ অনুষদটি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি আরো জানান, মেরিন ফিশারিজ ও ইনল্যান্ড ফিশারিজ অনুষদটি হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্ক্যাম্পাস সাগর সৈকত কুয়াকাটায়। এ লক্ষ্যে ৮শ' একর জমি লিজ ও অধিগ্রহণের বিষয়টি আন্তঃমন্ত্রণালয় পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ অনুষদের গুরুত্ব তুলে ধরে ভিসি বলেন, কুয়াকাটা সাগর সৈকতে বর্তমানে অস্বাস্থ্যকর উপায়ে সামুদ্রিক মাছ থেকে শুটকী উৎপাদন করা হয়। অনুষদটি চালু হলে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে শুটকী উৎপাদন সম্ভব এবং উপকূলীয় জেলে সম্প্রদায় এ সুযোগ গ্রহণ করে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনসহ দেশের অর্থনীতির ওপর বিরাট ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। অপর একটি অনুষদ হচ্ছে ভেটেরিনারী সায়েন্স, এ লক্ষ্যে বর্তমানের বরিশালের সরকারী ভেটেরিনারী কলেজটিকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন করে বহির্ক্যাম্পাস গড়ে তোলা হবে বরিশালে। ভিসি বলেন, প্রস্তাবিত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় এসব অনুষদ চালুর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণতা দেয়া হবে। বিষয়ভিত্তিক পড়াশোনার পাশাপাশি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজি বিষয়ে দক্ষ করার জন্য দু'টি সামার সেমিস্টারে ইংরেজি পড়ানো হবে। এছাড়া একটি সামার সেমিস্টারে কম্পিউটারের ওপর ট্রেনিং দেয়া হবে। এছাড়াও চতুর্থ অর্থাৎ শেষ সেমিস্টারে কৃষকদের সাথে হাতে-কলমে কাজ করার সুযোগ দেয়া হবে। যাতে কৃষকরা মান্ধাতার আমলের কৃষি কাজ ছেড়ে কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ হয়।

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এ কে এম আবদুল হান্নান ভুঁইয়া, দক্ষিণাঞ্চলের এ শস্যভাণ্ডারের বিশাল জমি বছরের অর্ধেক সময় চাষাবাদহীন অবস্থায় পড়ে থাকা সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, এ বিশাল ভূমি সম্পদের মালিক ও কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান, ধ্যান-ধারণা না থাকায় এগুলো চাষাবাদহীন অবস্থায় পড়ে থাকে। তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে অবহেলিত এ দক্ষিণাঞ্চলের বিশাল চাষহীন ভূমিকে সম্পদে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। পাশাপাশি এ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি, মৎস্য ও পশু অনুষদ কর্তৃক পরিচালিত গবেষণার দ্বারা পটুয়াখালীসহ দক্ষিণাঞ্চলের ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব।